জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৪ জুলাই ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ ২৪.০৭.২০১৯–২৮.০৭.২০১৯**]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা মাঝারী অবস্থায় রয়েছে। রংপুর বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে ২৬ ও ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে। এ ছাড়া গত সপ্তাহ জুড়ে ব্যাপক বন্যা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বাভাস অনুযায়ী গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, ফরিদপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, অপরদিকে সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির সামান্য অবনতি হতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে দন্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁসমুরগী ও মাছের ওপর বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনতে নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

ধান চাষের ক্ষেত্রে পরামর্শ:

১. জমি থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মূল জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পূর্বে ছত্রাকনাশক (কার্বেন্ডাজিম) এবং/ অথবা কীটনাশক (সাইপারমেথ্রিন) @ ১-২ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারার শিকড় শোধন করে নিতে হবে।

২. জেলার বেশীর ভাগ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং দন্ডায়মান আমন ধানের চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যার পানির কারণে মূলজমি বা বীজতলার চারা নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় চারা রোপণের জন্য আগস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী জাত (ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫) কিংবা মধ্য মেয়াদী জাত (বিআর -২৫, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০) এর বীজ নিয়ে বীজতলায় চারা তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

৩. বন্যার পানি সরে গেলে উপযুক্ত বয়সের চারা রোপণ করতে হবে।

৪. বন্যার পানি দ্রুত সরে না গেলে সেখানে ভাসমান বীজতলা তৈরির পরামর্শ দেয়া হলো।

৫. পুনরায় বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে (ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭৯, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২)।

৬. কৃষক ভাইদের তাদের জমির আইল সংস্কার অথবা পুনরায় নতুন করে বাধাঁর পরামর্শ দেয়া হলো। এটা জমি কর্দমাক্ত করতে এবং চারা রোপণে সাহায্য করবে।

৭. বন্যা পরবর্তী সময়ে (পানি সরে গেলে) বেশী বয়সের চারা রোপনের জন্য সম্মিলিতভাবে বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।

৮. ২১-২৫ দিনের চারা এবং ১৫ সেমি × ১৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করার পরামর্শ দেয়া হলো।

৯. অপেক্ষাকৃত বয়স্ক চারা রোপণের ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক চারা (৪-৫ টি চারা/গোছা) ঘন করে ২০ সেমি × ১৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হবে এবং অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

১০. রোপিত রোপা আমনের চারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে সংরক্ষিত বেশী বয়সের চারা (৫০-৬০ দিনের চারা) রোপণ করা যেতে পারে।

১১.আলোক অসংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত (বিনা ধান-০৭, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭) সরাসরি বপনের পরামর্শ দেয়া হলো।

১২. আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ জমিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের পর কুশি পর্যায়ে ১/৩ নাইট্রোজেন+ ৫০% পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।

অন্যান্য ফসল:

১. সবজির জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

২. বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর আগাম শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করুন।

মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে পরামর্শ:

১. সম্প্রতি জেলার সর্বত্র বন্যার কারণে মাছ চাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। পুকুরের বেশীর ভাগ মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। পুকুর থেকে বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর নতুন পোনা ছাড়ার পূর্বে নিম্নোক্ত কাজ গুলি করার পরামর্শ দেয়া হলো:

- পুকুরে প্রতি বিঘায় ৩০কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন।
- বন্যার কারণে মাছ যাতে ভেসে যেতে না পারে সেজন্য সম্ভব হলে পুকুরের চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

২. আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৩. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

গবাদি পশুর ক্ষেত্রে পরামর্শ:

১. বন্যার পানি শেডের ভেতরে ঢুকতে শুরু করলে গবাদি পশু উঁচু জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।

২. সবুজ ঘাসের পাশাপাশি ভিটামিন এবং খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৩. ঘাস পাওয়া না গেলে ইপিলইপিল, সজনা, কলা, বাশঁ, আম এবং কাঁঠাল পাতা দেয়া যেতে পারে।

৪. ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য ফুটিয়ে ঠান্ডা করা পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে।

হাসঁ-মুরগীর ক্ষেত্রে পরামর্শ:

১. বন্যার কারনে হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। তাই খাবারের সাথে অক্সি-টেট্রাসাইক্লিন পাউডার মিশিয়ে হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়া হলো।

২. পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য সুষম খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩. দানাদার খাবারের সাথে সাথে রান্নার বর্জ্য এবং ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার হাসঁ- মুরগীকে দিতে হবে

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৪ জুলাই, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৩ জুলাই, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৪ জুলাই, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলোঃ

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৫.৬	২৮.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	১৭	৩৪.৮	২৫.০
	টাঙ্গাইল	সামান্য	৩৪.২	২৬.০		ঈশ্বরদী	১৯	৩৫.০	২৫.৫
	ফরিদপুর	০০	৩৫.৪	২৬.৭		বগুড়া	১৭	৩২.৫	২৬.০
	মাদারীপুর	০০	৩৪.৮	২৭.৩		বদলগাছী	৬৫	৩৩.৫	২৫.০
	গোপালগঞ্জ	সামান্য	৩৪.২	২৭.০		তাড়াশ	৩২	৩৩.৮	২৫.৮
	নিকলি	০৬	৩৪.০	২৬.০					
					রংপুর	রংপুর	৮৫	৩০.৮	২৫.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৪	৩৩.০	২৫.৫		দিনাজপুর	৫৭	৩৩.৩	২৬.০
	নেত্রকোনা	১৭	৩২.৩	২৫.৫		সৈয়দপুর	২৮	৩২.৫	২৫.০
						তেঁতুলিয়া	৩৬	৩০.২	২৫.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৬	৩১.৭	২৫.৫		ডিমলা	৩১	৩০.৪	২৫.৬
	সন্দ্বীপ	২২	৩১.০	২৫.৬		রাজারহাট	৬৯	২৮.৮	২৪.৪
	সীতাকুন্ড	২৯	৩০.৫	২৫.৮					
	রাঙ্গামাটি	১৭	৩০.৮	২৫.০	খুলনা	খুলনা	০০	৩৬.৩	২৭.৮
	কুমিল্লা	০০	৩২.৫	২৬.৯		মংলা	০২	৩৫.৫	২৭.৩
	চাঁদপুর	০০	৩৪.৮	২৭.৯		সাতক্ষীরা	০০	৩৬.২	২৭.৫
	মাইজদীকোর্ট	০৬	৩৪.০	২৭.৪		যশোর	০০	৩৬.৮	২৭.২
	ফেনী	৭৯	৩৪.০	২৫.৫		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩৬.২	২৬.৫
	হাতিয়া	০৯	৩১.০	২৬.৫		কুমারখালী	০০	৩৫.৪	২৭.৫
	কক্সবাজার	৯১	৩২.০	২৪.৮					
	কুতুবদিয়া	৬৯	৩১.২	২৫.০	বরিশাল	বরিশাল	০১	৩৪.৪	২৭.০
	টেকনাফ	৪৭	৩২.২	২৪.৫		পটুয়াখালী	০১	৩৩.৯	২৭.৫
						খেপুপাড়া	০১	৩২.৮	২৭.২
সিলেট	সিলেট	৫০	৩২.০	২৪.৪		ভোলা	০০	৩৩.২	২৭.৪
	শ্রীমঙ্গল	০৭	৩৪.০	২৫.৮					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.২২ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫৯ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপপ্রবাহঃ চুয়াডাঙ্গা, যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত প্রশমিত হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২৩ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

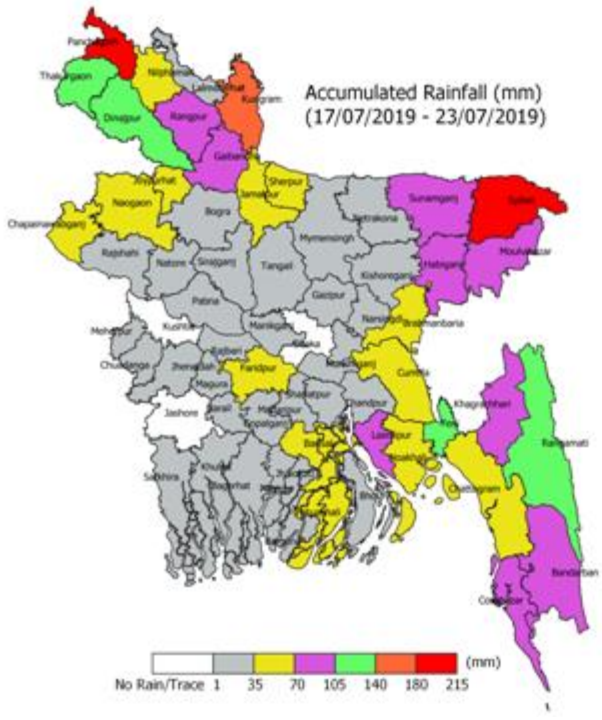

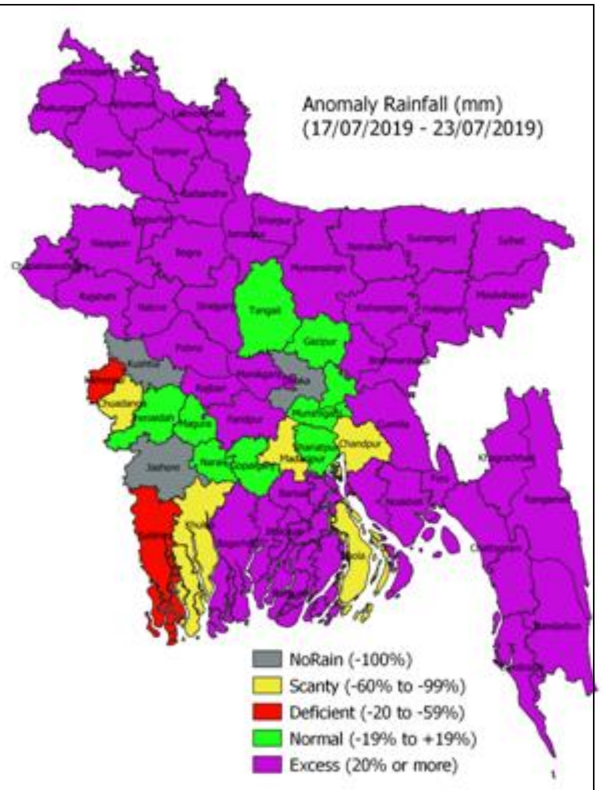

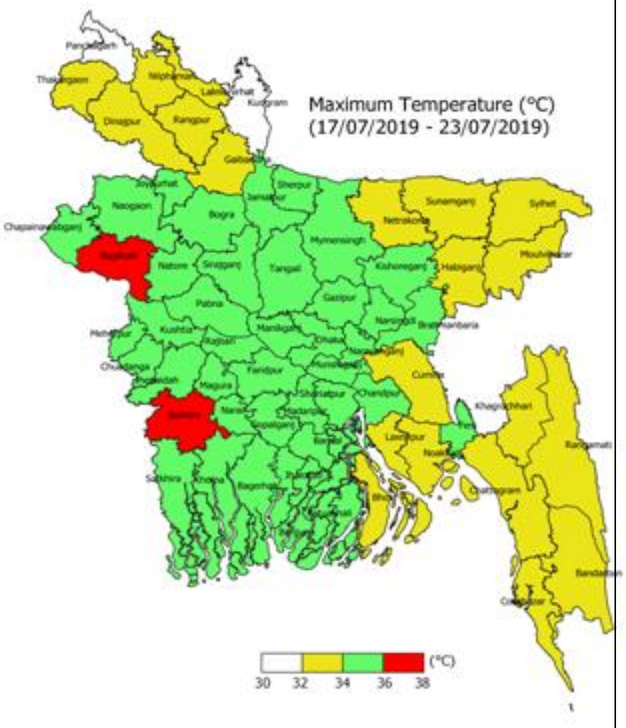

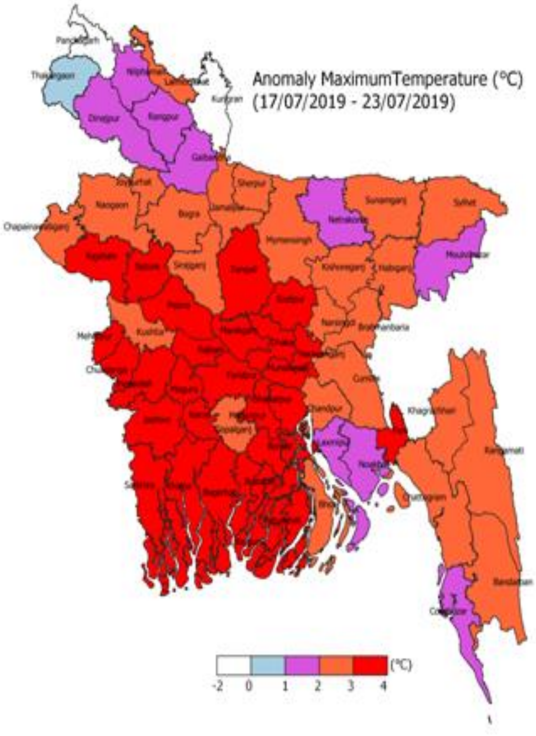

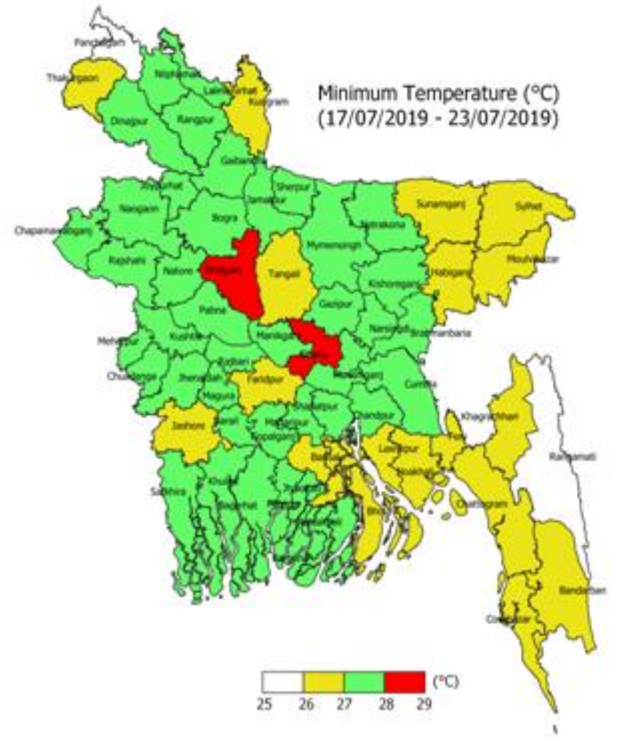
Minimum Temperature (°C)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(°C)
25 26 27 28 29

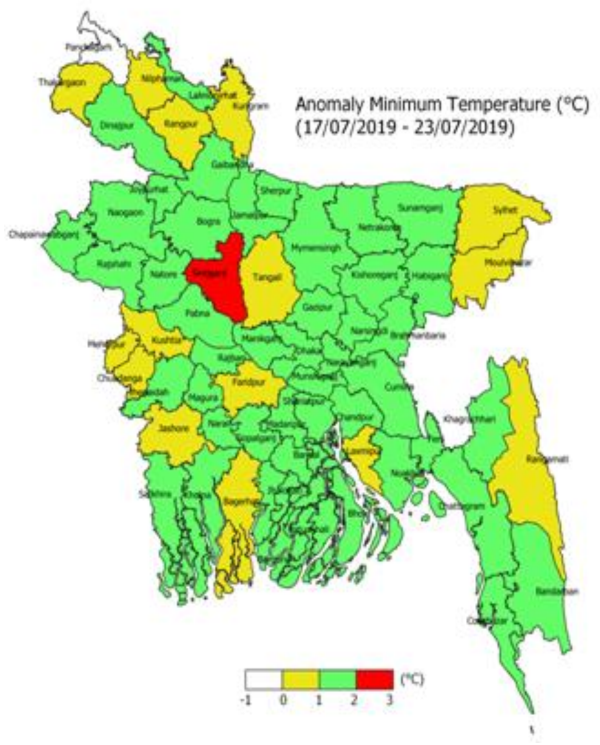
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(°C)
-1 0 1 2 3

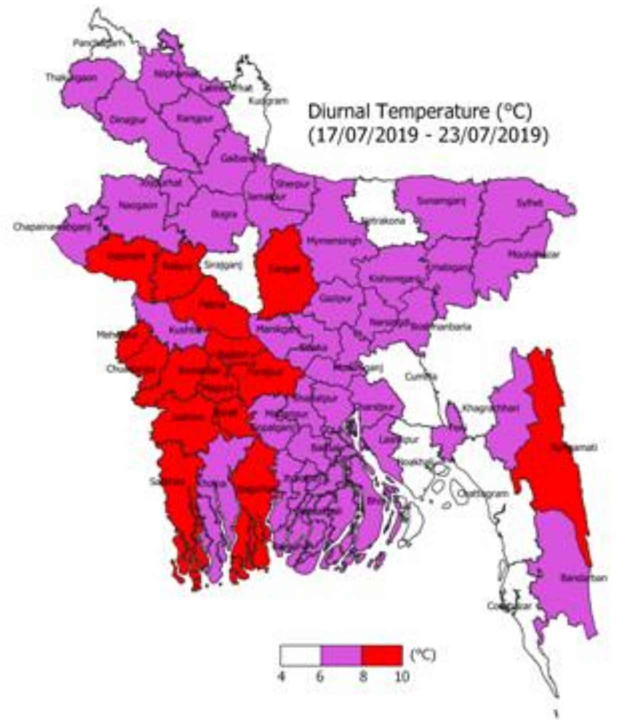
Diurnal Temperature (°C)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(°C)
4 6 8 10

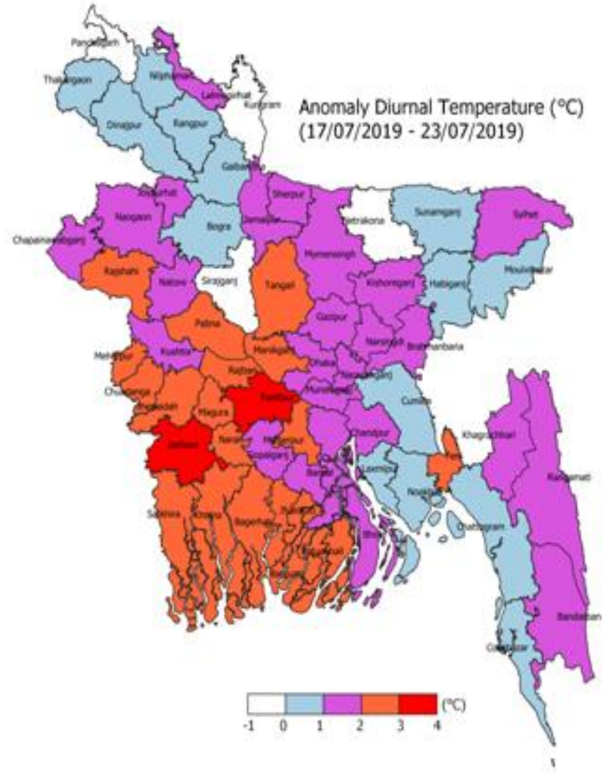
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(°C)
-1 0 1 2 3 4

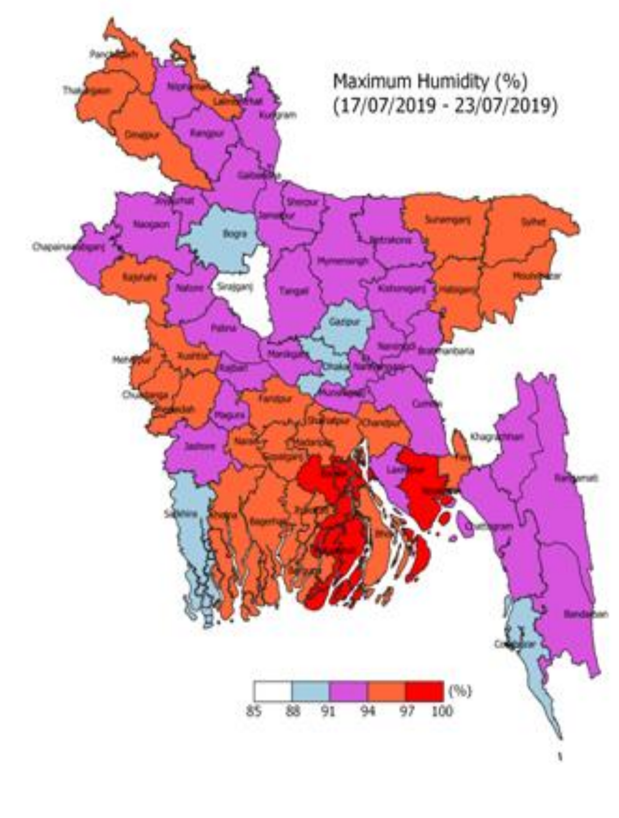
Maximum Humidity (%)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(%)
85 88 91 94 97 100

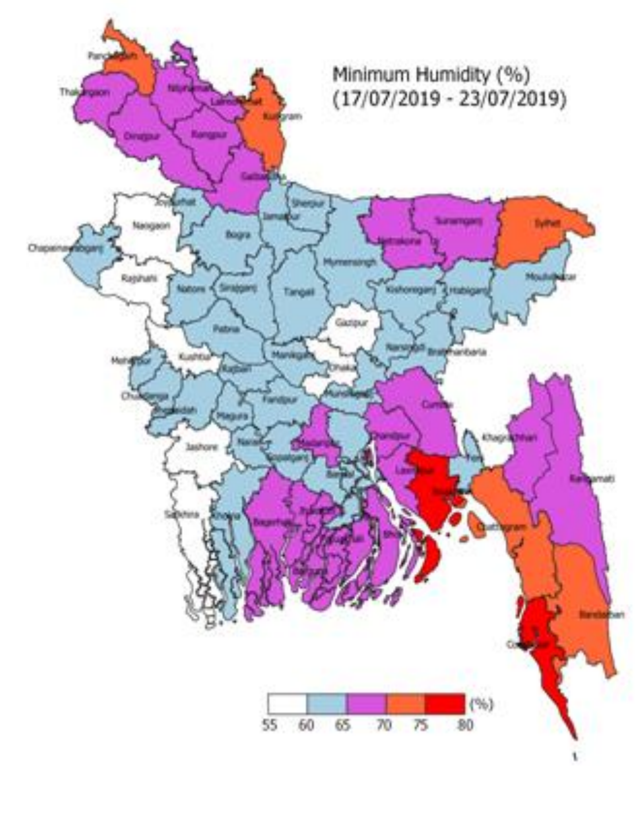
Minimum Humidity (%)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(%)
55 60 65 70 75 80

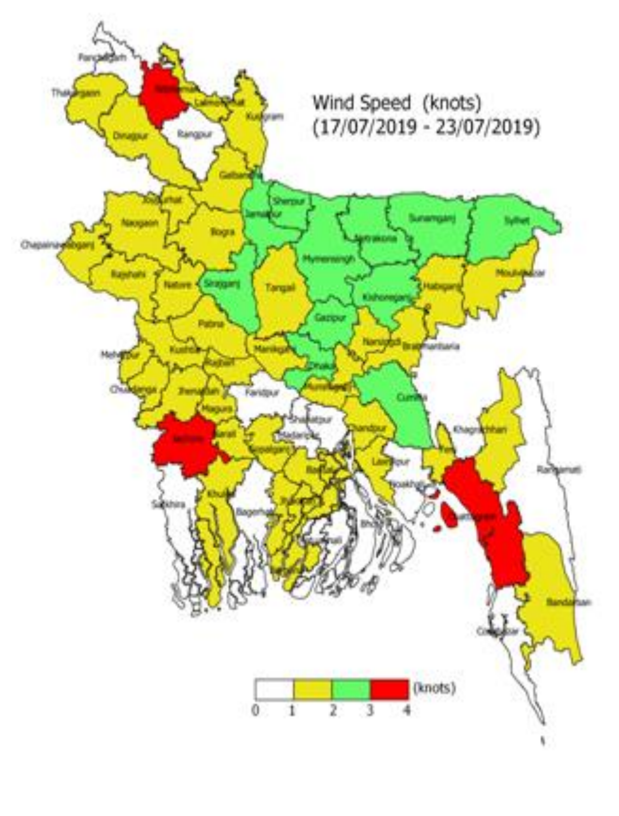
Wind Speed (knots)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(knots)
0 1 2 3 4

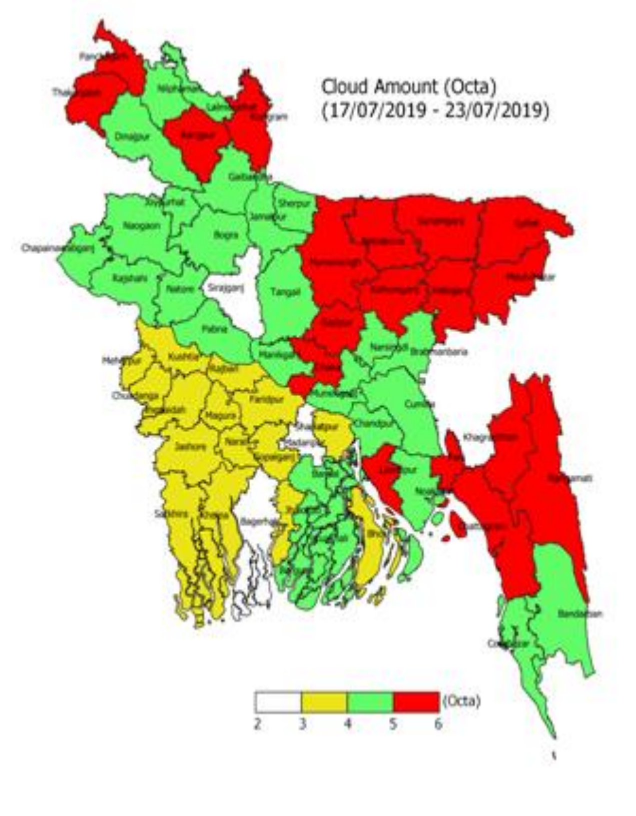
Cloud Amount (Octa)
(17/07/2019 - 23/07/2019)
(Octa)
2 3 4 5 6

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২/০৭/২০১৯ হতে ৩১/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের অনেক স্থানে এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হালকা (০৪-১১ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরণের বৃষ্টি/ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৪ জুলাই হতে ২৮ জুলাই পর্যন্ত)

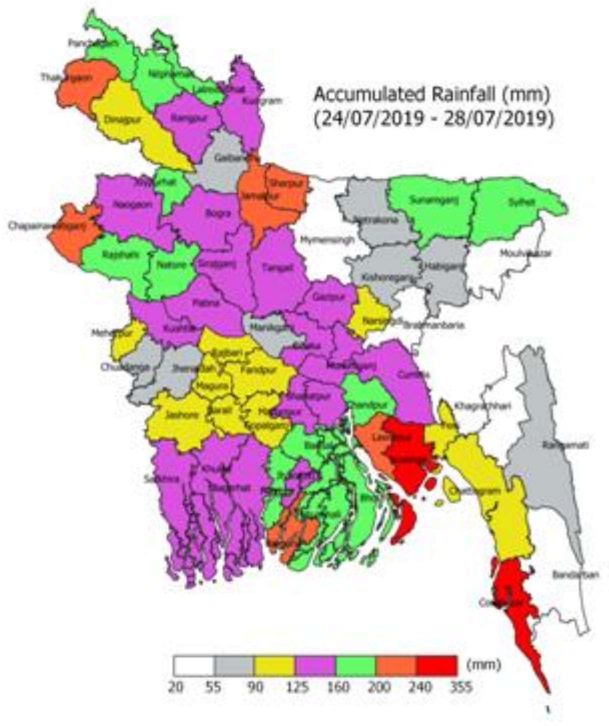

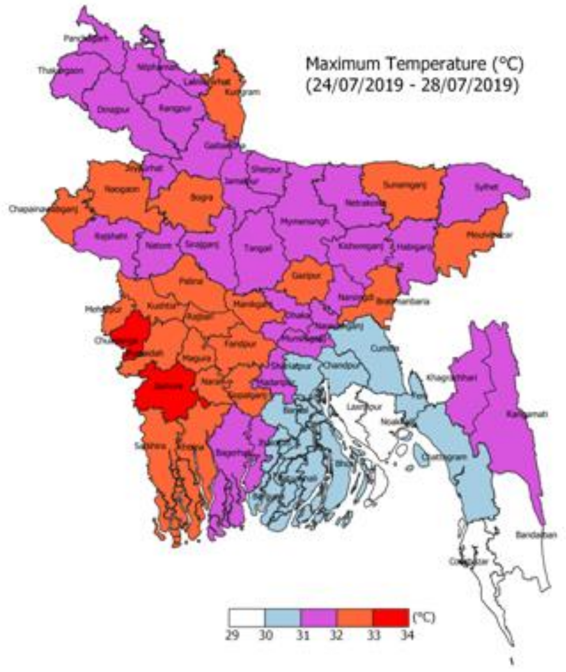

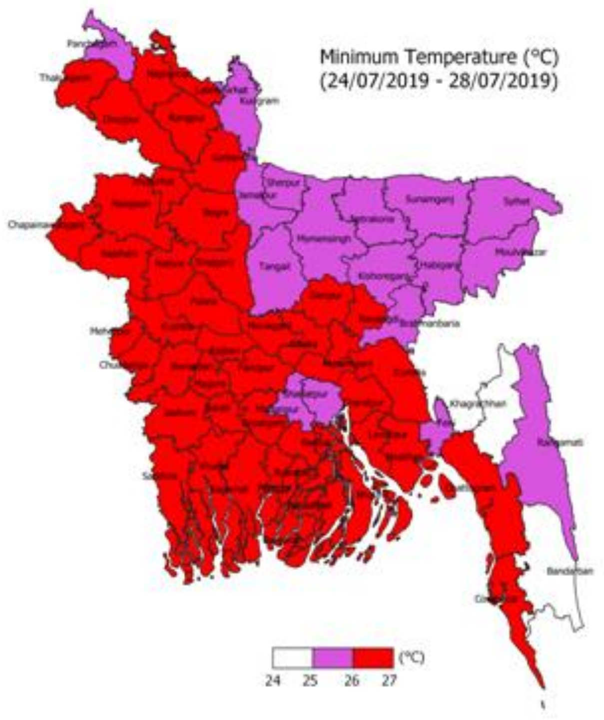

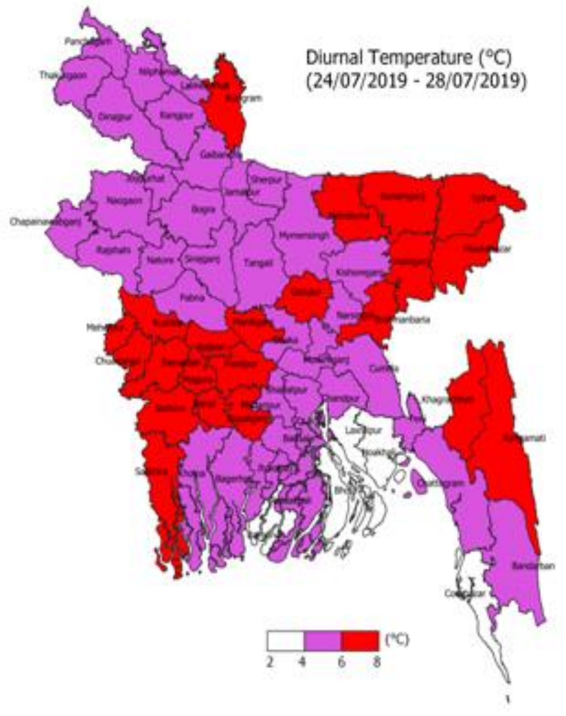

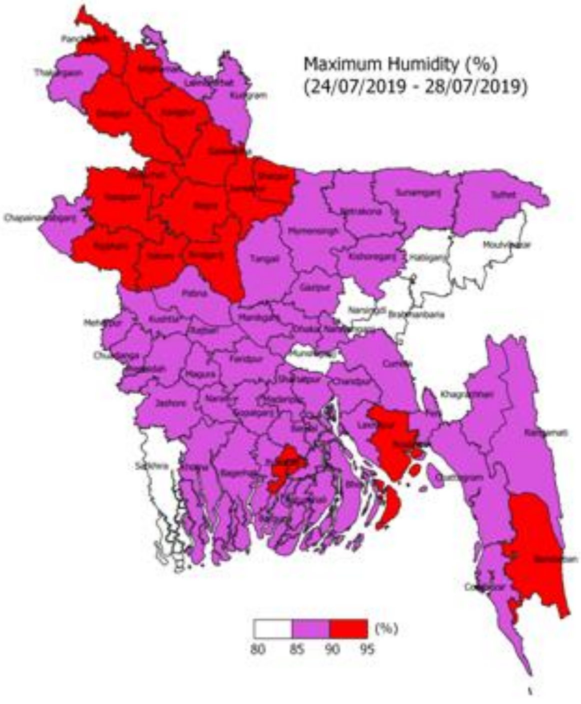
Maximum Humidity (%)
(24/07/2019 - 28/07/2019)
(%)
80 85 90 95

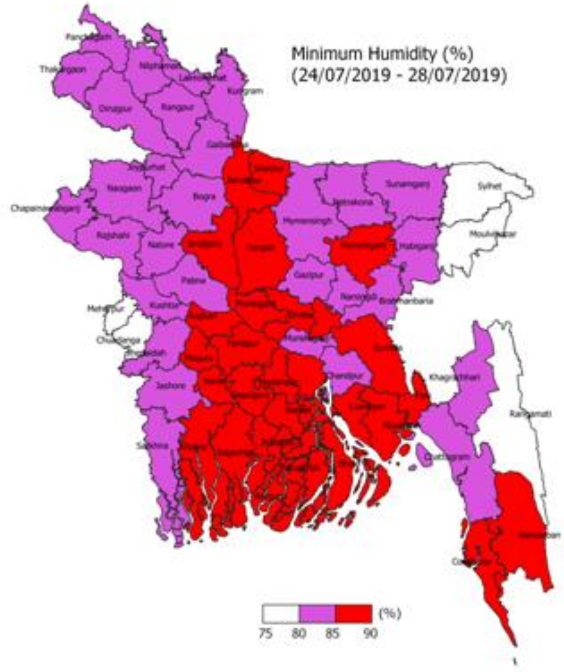
Minimum Humidity (%)
(24/07/2019 - 28/07/2019)
(%)
75 80 85 90

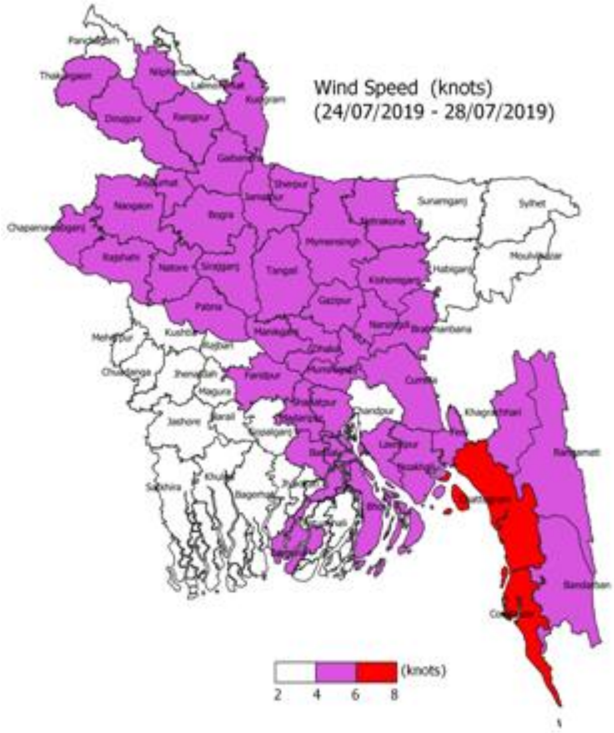
Wind Speed (knots)
(24/07/2019 - 28/07/2019)
(knots)
2 4 6 8

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 28 (08 July -14 July) over Agricultural regions of Bangladesh 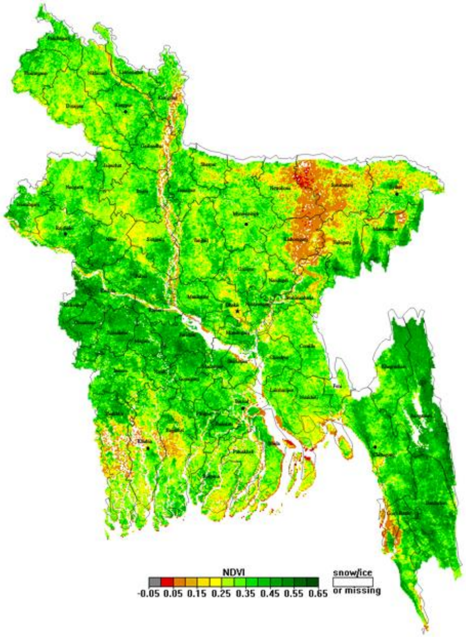 	NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 28 (08 July -14 July) over Agricultural regions of Bangladesh 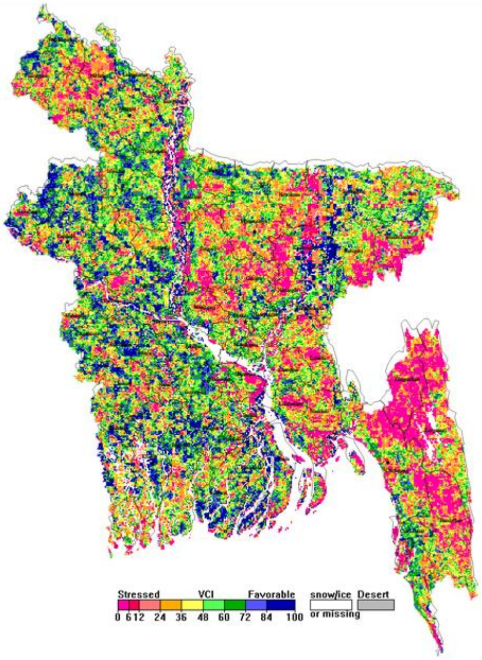
NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 28 (08 July -14 July) over Agricultural regions of Bangladesh 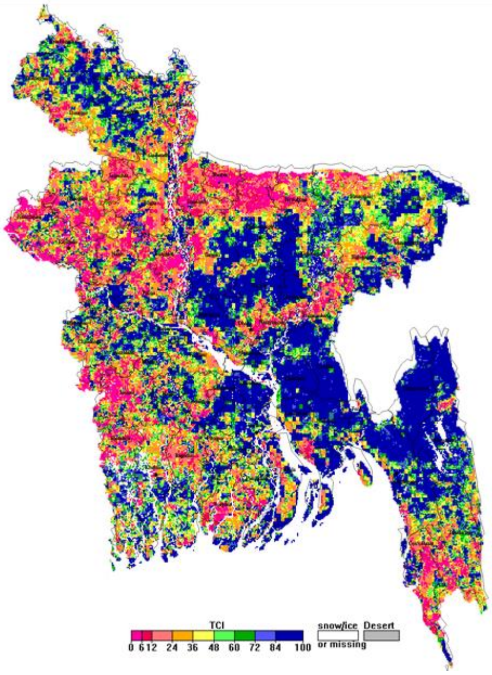 	NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 28 (08 July -14 July) over Agricultural regions of Bangladesh 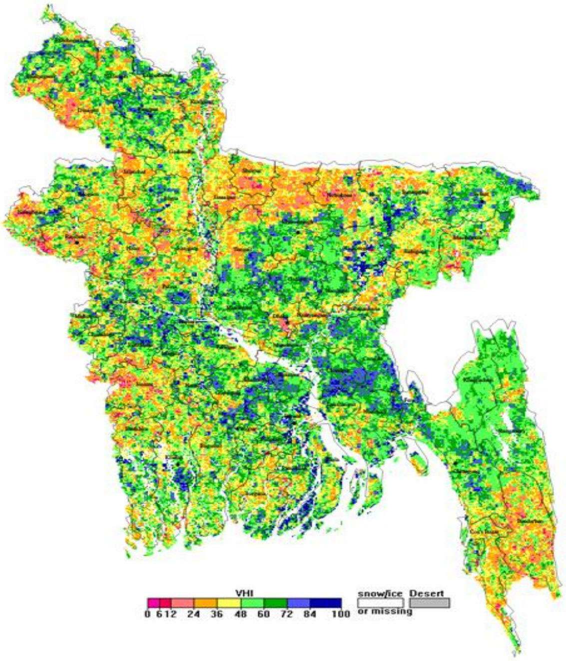

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

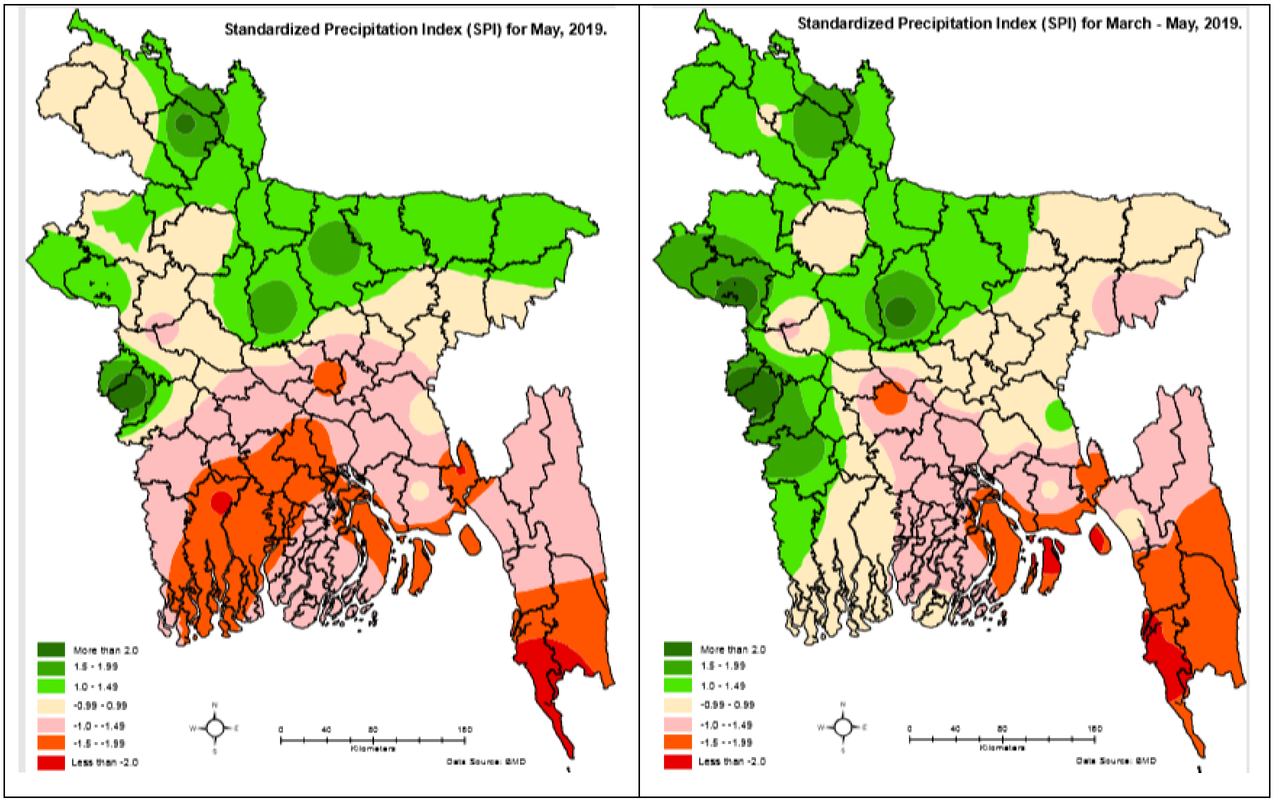

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)
২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র, ধরলা , তিস্তা, ঘাঘট এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে ।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চল ও মেঘালয়ের কতিপয় স্থানে আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় তিস্তা ও ধরলাসহ উত্তর বঙ্গের নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় বন্যা পরিস্থিতির স্থিতিশীল থাকতে পারে, অপরদিকে সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি সামান্য অবনতি হতে পারে।

<u>নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)</u>

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০৪
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	৪৬	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	৪৩	**বিপদসীমার উপরে**	**১৮**